গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
(সীমান্ত শাখা)
www.sylhet.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৯১০০.০১৯.০২.০০২.১৬/১৭৮(৩)

তারিখ: ৫ বৈশাখ, ১৪২৩ / ১৮ এপ্রিল, ২০১৬

বিষয় : সিলেট জেলার জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন (ECA) এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত।

সূত্র : ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখা থেকে প্রেরিত ৩০/০৩/২০১৬ খ্রি: তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০. ৫৯.০১১.১৬.১৬৮ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রি: তারিখের প্রকাশিত গেজেট এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে- ০৬(ছয়) পাতা

১৯/৪/১৬

(সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুর রহমান)
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
সিলেট।

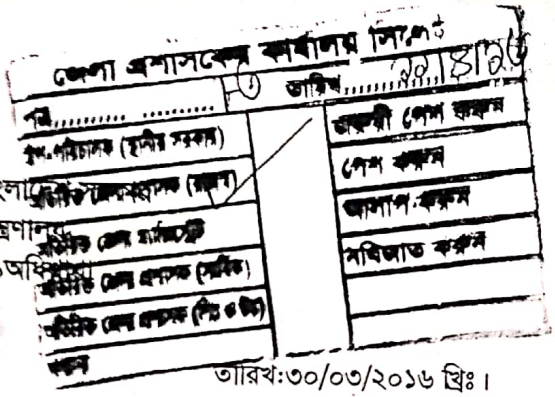
কার্যক্রম: (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)

০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট।
০২। সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়াইনঘাট, সিলেট।
০৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট থানা, গোয়াইনঘাট,সিলেট।

CamScanner

10400160411609 1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত-১অধিশাখা



স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৫০.৫৯০১১.১৬. ১৬৮ তারিখ:৩০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়: সিলেট জেলার জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন-নদীর মধ্যবর্তী এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন (ECA)এলাকা ঘোষণা।

সূত্র : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৭৩.৩৫.০০১.২০১৪-৩৪ তা: ১৫/০২/১৬খ্রি: ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকে প্রাপ্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: পাতা।

(মো: রাশেদুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৯১৭৫
E-mail: mol_sairat_1@yahoo.com

জেলা প্রশাসক
সিলেট।

স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৯৯২২.১৬. তারিখ:৩০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ।

অনুলিপি:

১। বিভাগীয় কমিশনার সিলেট বিভাগ, সিলেট।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,ভূমি মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়াইনঘাট, সিলেট।
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(মোঃ রাশেদুল ইসলাম)
উপসচিব

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়
17 FEB 2016
ডাইরী নং ৩২২
প্রেরণ ও বিতরণ শাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২

নং-২২.০০.০০০০.০৫৬.৩৫.০০১.২০১৪-৫৪

তারিখ : ১৫/০২/২০১৬ খ্রি.

বিষয় : সিলেট জেলায় অবস্থিত জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়াপুঞ্জিসহ মোট ১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এবং জাফলং ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার প্রকাশিত গেজেট প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে "সিলেট জেলায় অবস্থিত জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়াপুঞ্জিসহ মোট ১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এবং জাফলং ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার" প্রকাশিত গেজেটের ১(এক) প্রস্থ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে (১ কপি)।

১৫/০২/১৬
(খোরশেদা ইয়াসমীন)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৭০০১৭

প্রাপক :

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ভূমি মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
☐ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ☐ অতিব জরুরি ☐ জরুরি ☐ রুটিন
গ্রহন নং ৩২২
তারিখ 17 FEB 2016
☐ যুগ্ম (প্রঃ-১/প্রঃ-২)
☐ যুগ্ম (খাঃ জঃ/খাঃ জঃ-৩)
☐ যুগ্ম (জঃ / বাঃ)
☐ এ স
সচিবের স্বাক্ষর ঃ

সায়রাত-১
ডাইরী নং ২২২
তারিখ ১৭/০২/১৬

অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর
☐ অতিব জরুরি ☐ জরুরি
গ্রহন নং ৩১১
তারিখ 24 FEB 2016
☐ যুগ্ম (প্রঃ-১)
☐ যুগ্ম (প্রঃ-২)
☐ যুগ্ম (সায়রাত)
☐ যুগ্ম (সাঃ-১)
স্বাক্ষর ঃ

CamScanner

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫

নং। ২২.০০.০০০০.০৭৩.৩০.০০১.২০১৩/২৩—সরকার এ মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র পাথর উত্তোলন ও নানাবিধ কার্যকলাপের ফলে সিলেট জেলায় অবস্থিত জাফলং-ডাউকি নদীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও সঙ্কটাপন্ন হবে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

২। এ বিষয়ে দায়েরকৃত দুইটি রিট পিটিশনের (নং ১০৭০৩/২০১১ এবং নং ১০৯৪৭/২০১১) রায়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ জাফলং-ডাউকি নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

৩। এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫ নং ধারার উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসারে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হতে সারি-গোয়াইন নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রবাহমান জাফলং-ডাউকি নদীকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা সমীচীন। অতএব, মৌজার বিবরণ এবং এলাকার আয়তনসহ নিম্ন ছকে বর্ণিত জাফলং-ডাউকি নদী, এ নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকা এবং জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়াপুঞ্জিসহ মোট ১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে (অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্র দ্রষ্টব্য) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করা হলো ঃ

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

সিএস মৌজার নাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা	জাফলং-ডাউকি নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ৫০০ মিটার এলাকাসহ ইসিএ এলাকা (বর্গ কিঃমিঃ)
খাসিয়াপুঞ্জি (চৈলাখেল ১ম খ-, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট)	১.৪৭
চৈলাখেল ১ম খ-, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	১.৭২
চৈলাখেল ৩য় খ-, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	০.৭২
চৈলাখেল ২য় খ-, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	২.২৭
চাউরাখেল, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	২.৭০
চৈলাখেল ৮ম খ-পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	১.২৬
আসাম পাড়া, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	০.৬৯
আসাম পাড়া হাওর, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	০.৫৩
বাউরভাগ, পূর্ব জাফলং গোয়াইনঘাট	১.৩২
বাউরভাগ হাওর, পূর্ব জাফলং গোয়াইনঘাট	১.৬৯
টিতগুলিল হাওর, আলিরগাঁও, গোয়াইনঘাট	০.০৭
নাইন্দা হাওর, আলিরগাঁও, গোয়াইনঘাট	০.৪৯
মোট ঃ	১৪.৯৩ বর্গ কিলোমিটার

৪। অতএব, জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ করা হলো, যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশের দিন হতে কার্যকর হবে ঃ]

(ক) স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণি ধরা বা শিকার

(খ) নদী বা জলাশয়ে বসবাসরত মা মাছ ধরা বা শিকার

(গ) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

(ঘ) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

(ঙ) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

(চ) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলি

(ছ) নদীর চারপাশের বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ

(জ) যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাথরসহ অন্য যে কোনো খনিজ সম্পদ উত্তোলন

(ঝ) খাসিয়াপুঞ্জি এলাকাসহ নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটারের মধ্যে সকল প্রকারে যন্ত্রযান চলাচল বা যান্ত্রিক ডিভাইস যেমন বোমা মেশিন বা এক্সাভেটর স্থাপন

(ঞ) নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০মিটার এলাকার মধ্যে স্টোন ক্রাশিং/চুনা পাথর ক্রাশিং অপরিকল্পিত উপায়ে কয়লা স্তুপ করা বা পরিবহন করা; ইত্যাদি কার্যক্রম

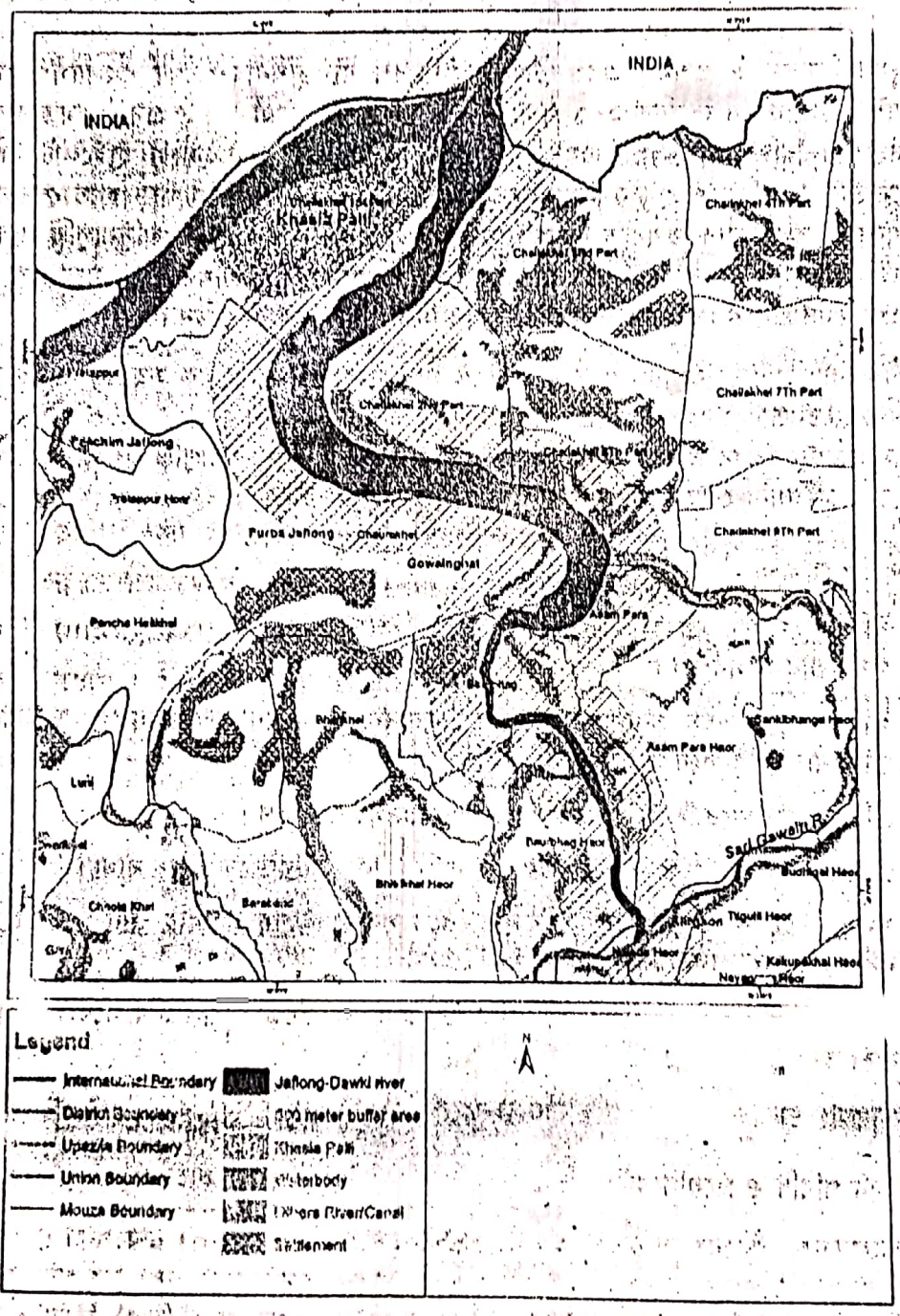
৫। উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এবং নদীর গতিপথ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণে ইসিএ এলাকার সীমা-পরিসীমা এবং বিধি-নিষেধ সময়ে সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবেন।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মু শুকুর আলী
উপ সচিব।

আফলং-ডাউকি প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার মানচিত্র



জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

১.০ ভূমিকা

জাফলং-ডাউকি নদী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হতে শুরু করে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পূর্ব জাফলং এবং আলিরগাঁও ইউনিয়ন দু'টির ১১টি মৌজার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সারি-গোয়াইন নদীতে মিলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৫ নং ধারার উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩ নং বিধি অনুসারে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জাফলং-ডাউকি নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ বল্লাঘাটের বিপরীত দিকে পিয়াইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো খাসিয়াপুঞ্জি এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করেছে। উল্লিখিত নদী সংরক্ষণে একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্যও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

জাতীয় বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় গণসচেতনতার মাধ্যমে ইসিএ ঘোষিত নদী, নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ বল্লাঘাটের বিপরীত দিকে পিয়াইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো খাসিয়াপুঞ্জি এলাকা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে নির্দেশিকাটি প্রণীত হল।

২.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

(ক) ইসিএ ঘোষিত জাফলং-ডাউকি নদীর ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবেশ (ecosystem) পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার ও সরক্ষণ।

(খ) পানীয় জলের উৎস, চাষাবাদ, গৃহস্থালি, বিনোদন, ও অন্যান্য কাজে জাফলং-ডাউকি নদীর পানি ব্যবহার উপযোগীকরণ।

(গ) প্রতিবেশগতভাবে বিপন্ন ও স্পর্শকাতর এলাকসমূহ সংরক্ষণ।

(ঘ) জাফলং-ডাউকি নদীর পরিবেশগত উপযোগিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখা।

(ঙ) সুষম প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখে সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য জাফলং-ডাউকি নদীর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(চ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানব বসতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা।

(ছ) জাফলং-ডাউকি নদী রক্ষায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩.০ নির্দেশিকার পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশিনা অনুযায়ী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষিত জাফলং-ডাউকি নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ বল্লাঘাটের বিপরীত দিকে পিয়াইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো খাসিয়াপুঞ্জি এলাকার ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটি প্রযোজ্য হবে।

(খ) নির্দেশিকাটি উল্লিখিত একই আইন ও বিধিমালার আওতায় পরবর্তীকালে ঘোষিত অন্যান্য প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

CamScanner

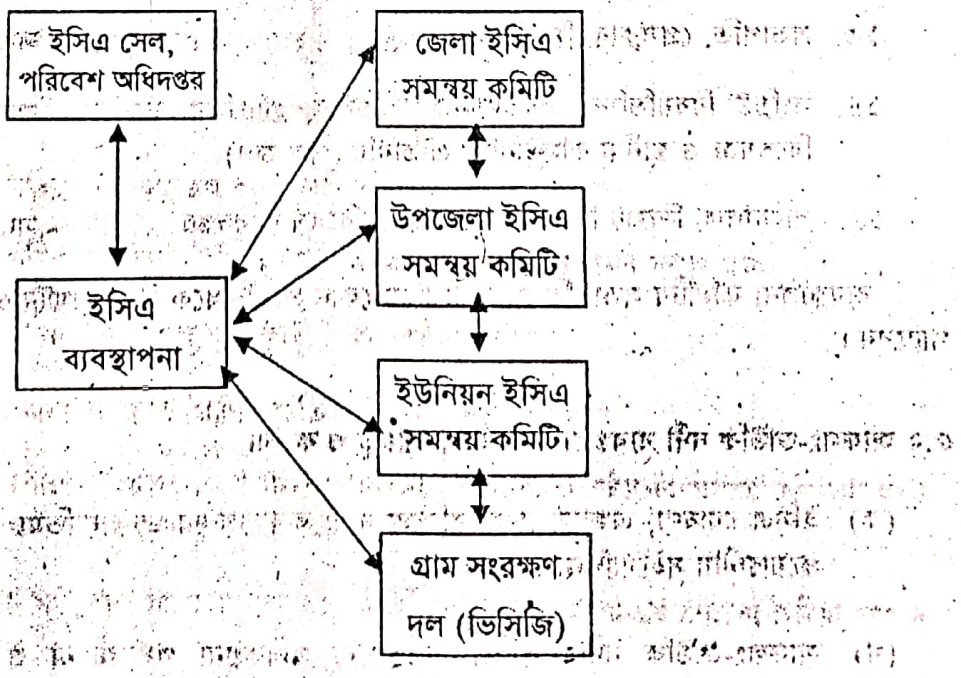
৪.০ চৌহদ্দি নির্ধারণ

সিএস ও আরএস ম্যাপের ভিত্তিতে ইসিএ ঘোষিত জাফলং-ডাউকি নদীর সীমানা এবং ৫০০ মিটার মাথায় ও খাসিয়াপুঞ্জিভুক্ত দাগসমূহ নির্ধারণ/চিহ্নিত করতে হবে। কনক্রিট পিলার বা অন্য কোন সুস্পষ্ট ভৌত চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইসিএ ঘোষিত নদী এবং ইসিএ-এর সীমানা নির্দেশ করে দিতে হবে।

৫.০ ইসিএ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

সংশ্লিষ্ট-সকল সরকারি/বেসরকারি পক্ষের সমন্বয়ে সুষ্ঠুভাবে ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইসিএভুক্ত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ইসিএ সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, হাকালুকি হাওর ইসিএ, কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা ইসিএ এবং সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোমধ্যে উল্লিখিত জেলা ইসিএ কমিটি এবং উপজেলা ইসিএ কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, সংক্ষেপ VCG/ভিসিজি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ-র পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য এর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে প্রয়োজন অনুসারে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠিত হবে। ইউনিয়ন ইসিএ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভিসিজিসমূহ ইসিএ-র প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণসহ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল কাজের সাথে সরসরি সম্পৃক্ত হবে। মাঠ পর্যায়ে ইসিএ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।



৫.১ জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি

জাফলং-ডাউকি নদীর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করবে, ঃ

১.	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট	- সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসক, সিলেট	- সদস্য
৩.	পুলিশ সুপার, সিলেট জেলা	- সদস্য
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট	- সদস্য
৫.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট	- সদস্য
৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট	- সদস্য
৭.	বিআইডব্লিউটিএ-এর সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাহী প্রকৌশলী	- সদস্য
৮.	বিডব্লিউডিবি-এর সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাহী প্রকৌশলী	- সদস্য
৯.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট	- সদস্য
১০.	উপপরিচালক, তথ্য অধিদপ্তর, সিলেট	- সদস্য
১১.	সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়াইনঘাট, সিলেট	- সদস্য
১২.	অফিসার ইনচার্জ, গোয়াইনঘাট থানা, সিলেট	- সদস্য
১৩.	সভাপতি, প্রেসক্লাব, সিলেট	- সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধি (পাঁচ জন)	- সদস্য
১৫.	পরিচালক, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য সচিব

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে যে কোন প্রতিনিধিকে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৫.২ জাফলং-ডাউকি নদী ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) ইসিএ ঘোষণা, এতদ্‌সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(খ) জাফলং-ডাউকি নদীর ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনা অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

... সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, অধিদপ্তর, ...
... এবং ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যথাযথ ...

(গ) ... জাফলং-ডাউকি নদীর পরিবেশগত অবস্থা ও উন্নতি পরিবী...
... নদীর উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প, গবেষণা, ...
কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন করা।

৬.০ বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও)

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাকে পরিবেশ অধিদপ্তর উৎসাহিত করবে।

৭.০ ...ীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

(ক) জাফলং-ডাউকি নদীর ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ অগ্রগতি অনুধাবনের জন্য অধিদপ্তর নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

(খ) জাফলং-ডাউকি নদীর ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ-এর জন্য জেলা প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ তত্ত্বাবধান দল থাকবে। এ দলের তাৎক্ষণিক পরিবেশগত পরীক্ষণ সুবিধা ও আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে।

৮.০ ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহের মধ্যে যেসব কার্যাবলী নিষিদ্ধ

জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় পরিবেশগত মানোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে ঃ

(ক) স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণি ধরা বা শিকার

(খ) নদী বা জলাশয়ে বসবাসরত মা মাছ ধরা বা শিকার

(গ) প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

(ঘ) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

(ঙ) মাটি, পানি বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

(চ) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলী

(ছ) নদীর চারপাশের বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ।

(জ) যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাথরসহ অন্য যে কোনো খনিজ সম্পদ উত্তোলন।

(ঝ) খাসিয়াপুঞ্জি এলাকাসহ নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটারের মধ্যে সকল প্রকারের যন্ত্রযান চলাচল বা যান্ত্রিক ডিভাইস যেমন বোমা মেশিন বা এক্সাভেটর স্থাপন।

(ঞ) জাফলং-ডাউকি নদীর উভয় পাড় হতে ১০০০ মিটার বা এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে স্টোন ক্রাশিং/চুনা পাথর ক্রাশিং/অপরিকল্পিত উপায়ে কয়লা স্তূপ করা বা পরিবহন করা ইত্যাদি কার্যক্রম।

৯.০ জাফলং-ডাউকি ইসিএ এলাকায় নিষিদ্ধ কার্যক্রমসমূহ বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ

৯.১ স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণি শিকার

আইন ভঙ্গ করে কোনো প্রকার স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণি শিকার যাতে না হয় সে লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর এর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তদধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে আইনের প্রয়োগ জোরদার করতে হবে এবং বন্য প্রাণি শিকার যাতে বন্ধ হয় সে লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৯.২ নদী বা জলাশয়ে বসবাসরত মা মাছ ধরা বা শিকার

এ কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষেত্রে নদীর উপর নির্ভরশীল জেলে সমাজ বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩ প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

৯.৩.১ প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ যেমন ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গল, গাছপালা পরিস্কার, কর্তন বা অপসারণ করা যাবে না।

৯.৩.২ ইসিএ এলাকাভুক্ত যে কোন প্রকার জমিতে পাথর বা অন্য কোন খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা যাবে না।

৯.৩.৩ উল্লিখিত ৯.৩.১ ও ৯.৩.২ বাস্তবায়নের জন্য Village Conservation Group-কে সক্রিয় করতে হবে। ইসিএ এলাকাভুক্ত জমিতে পাথর ও অন্য কোন খনিজ সম্পদ উত্তোলন বন্ধ রাখার জন্য খনিজ সম্পদ ব্যুরো এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৪ ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

সরকারি খাস ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে পাথর উত্তোলন, স্টোন ক্রাশার স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম এর অনুকূলে কোনো প্রকার পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে না। ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ বন্ধ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে

গঠিত Village Conservation Group-কে সক্রিয় করতে হবে এবং নদী বা এর কোন এলাকায় যাতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত না হয় সে লক্ষ্যে Bangladesh Inland Transport Authority (BIWTA) এবং Bangladesh Water Development (BWDB) সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

৯.৫ মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এর ক্ষেত্রে কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হবে না এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যাতে এ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত না হয় সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৯.৬ মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলী

মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলী বন্ধের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর-এর সমন্বয়ে কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো বন্ধে স্থানীয় Village Conservation Group-এর সমন্বয়ে পাহারা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯.৭ নদীসমূহের দারপাশের বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ

নদীসমূহের উভয় পার্শ্বের বসতবাড়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য কোনো অবস্থাতেই নির্গমন করা যাবে না এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট-এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে। কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ এবং তরল বর্জ্য নির্গমন বন্ধ করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা/উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় জনগণ এবং Village Conservation Group-কে সক্রিয় করতে হবে।

৯.৮ ইসি এ এলাকায় পাথর উত্তোলন পরিলক্ষিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ

ইসিএ এলাকায় কোনো প্রকার পাথর উত্তোলন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট-এর উদ্যোগে জেলা/উপজেলা প্রশাসন খনিজ সম্পদ ব্যুরো এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি জব্দ করতে হবে।

৯.৯ নদীর গতিপথ এবং প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে পাথর উত্তোলন

ইসিএ এলাকায় পাথর উত্তোলন অপরিহার্য বিবেচিত হলে, যেমন প্রাকৃতিকভাবে উজান হতে পাথর এসে নদী ভরাট হয়ে নদীর প্রবাহ বা গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে, সেক্ষেত্রে ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রণীত পাথর উত্তোলন গাইডলাইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

CamScanner

৯.১০ নদীর তীর হতে এক কিলোমিটারের মধ্যে স্টোন ক্রাশার দ্বারা স্টোন ক্রাশ

নদীর তীর হতে এক কিলোমিটারের মধ্যে স্টোন ক্রাশার দ্বারা স্টোন ক্রাশ করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা যাবে না। বিদ্যমান স্টোন ক্রাশিং মিলসমূহকে (যদি থাকে) ইসিএ প্রজ্ঞাপন জারীর এক বছরের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০.০ ইকোলজিক্যাল ইনভেনটরি এবং মনিটরিং

ব্যবস্থাপনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ-র প্রাকৃতিক সম্পদের একটি ইনভেনটরি এবং পরিবেশগত অবস্থার বেইজলাইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া শ্রেয়তর প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের উন্নতি পরিবীক্ষণ করতে হবে।

১১.০ আইন প্রয়োগ:

জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ এলাকায় উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্যাবলীসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তা প্রতিহত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ জন্য প্রয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইসিএ সমন্বয় কমিটি বা ভিসিজি'র সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

১২.০ ইসিএ নদীসমূহের মধ্যে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

১২.১ অবৈধ নদীদখল রোধ করা

অবৈধ দখল উচ্ছেদ বা রোধ করার জন্য সিএস ও আরএস রেকর্ড অনুসারে জাফলং-ডাউকি নদীর সীমা নির্ধারণ করা হবে।

১২.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জাফলং-ডাউকি নদীর পানির গুণগত মান, মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট সম্পর্কিত ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে।
- জাফলং-ডাউকি নদীর দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত গণমাধ্যম ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।
- জাফলং-ডাউকি নদীর দূষণ রোধে একটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে।

১২.৩ সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

বিভিন্ন অংশীজনের (স্টেক হোল্ডারদের) সহযোগিতায় জাফলং-ডাউকি নদী দূষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৩.০ বিবিধ

জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় অর্থের, সংস্থান বা প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই সাথে ইসিএ ব্যবস্থাপনায় ভিসিজি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা উন্নয়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় ভূমি প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং Village Conservation Group-এর সহায়তায় সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করতে হবে। জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিতকরণসহ ইসিএ এলাকার ভূমি ব্যবহারের তথ্য-উপাত্ত তৈরি করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা নির্দেশিকাটি বাস্তবায়ন করবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd